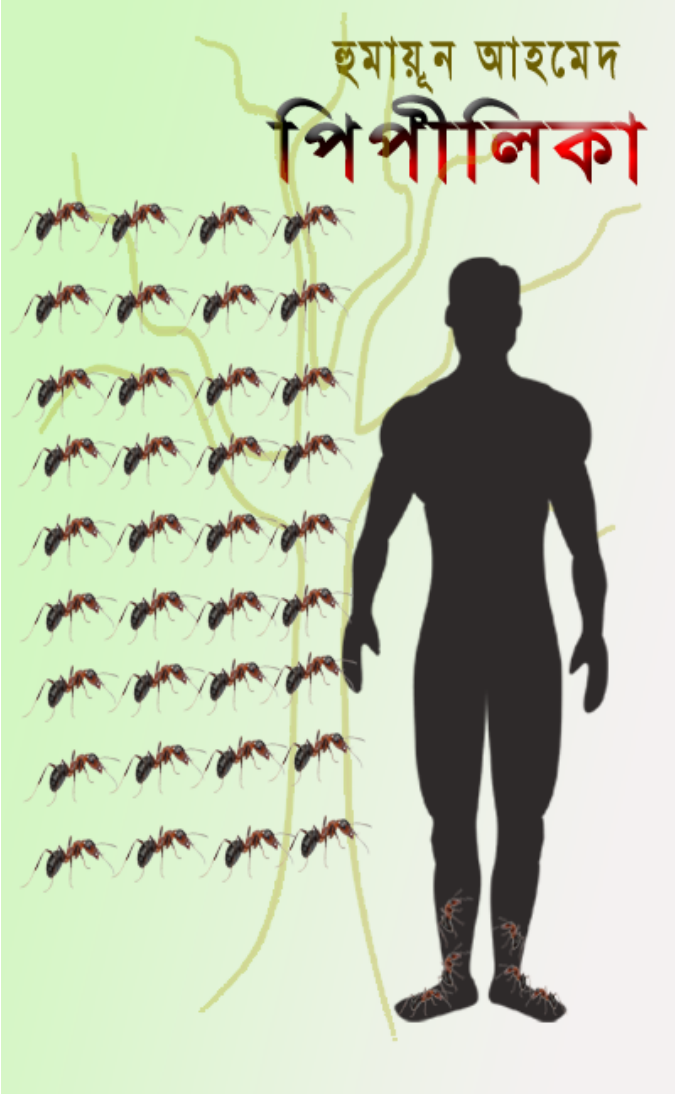

এই পিপীলিকা গল্পের পাণ্ডুলিপিটি হুমায়ূন আহমেদ স্যারের লেখা শেষ পাণ্ডুলিপি। আপনাদের সাথে আমাদেরও একটি কথা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এখন থেকে আমরা আর পাব না স্যারের নতুন কোন লেখা অথবা ঈদ উপলক্ষে কোন বিশেষ নাটক। প্রতিটা ঈদে স্যারের নাটকের অনুপস্থিতি খুবি মিস করবো। এই পিপীলিকা গল্পের পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে তৈরি নাটক এবারের ঈদ উল ফিতরে (২০১২) "চ্যানেল আই" ঈদের প্রথম দিন সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে প্রচার করে। আপনারা যারা নাটক টি মিস করেছেন, গুগলে সার্চ করলে আশা করি নাটক টির ফ্রী ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন।

হুমায়ূন আহমেদ

পিপীলিকা

০১

দিন

সূত্রধর কথা বলছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহকারী সূত্রধর হতে পারে। সূত্রধরের মাধ্যমে গল্প পৌঁছাতে দেরি হবে বলে এই অবস্থা। সূত্রধর গেঞ্জি গায়ে বসা। তার সামনে বড় এক গ্লাসভর্তি চা এবং বিড়ি। তিনি বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে সেই জলন্ত বিড়ি চায়ে ডুবিয়ে ফেলে দিলেন। বিড়ি ভেজানো চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি করে খাচ্চেন। তিনি এখন ক্যামেরায় কথা বলছেন-

হামিদঃ বিড়ির গন্ধ চলে গেছে চায়ে। এই কারণে চায়ে আলাদা স্বোয়াদ হয়েছে। খেয়ে দেখতে পারেন। এটা আমার আবিস্কার। একদিন দিকে দিকে আবিস্কার ছড়ায়ে পড়বে বলে আমার ধারণা। মওল সাহেবের মত মানুষ আমার মত বিড়ি- চা খান। আলহামদুল্লিলাহ।

মওল সাহেবের একটা বিষয় আপনাদের বলি। এমন না যে বিষয়টা গোপন। সবাই জানে। তবে জানা জিনিসও জানা যায়। এতে দোষ হয় না।

মওল সাহেবরে পিপড়ায় ধরে। পিঁপড়া। পিপীলিকা। উনি যেখানে বসেন সেখানে পিঁপড়া। জটিল অবস্থা। কে জানে একদিন হয়ত শুনব পিপীলিকা উনারে খায়া ফেলেছে।

[মওল সাহেব ডাকলেন।]

মওলঃ হামিদ! হামিদ!

[হামিদ লাফ দিয়ে উঠল। নিজ মনে-]

হামিদঃ ডাক পড়ে গেছে, মনে হয় পিঁপড়ায় ধরেছে।

০২

দিন

মওল সাহেবের শোবার ঘর। প্রাচীন কাঠের যে চেয়ারে তিনি বসেছেন সেই চেয়ারের প্রতিটি পায়া মাটির সরায় বসানো।

সরাভর্তি পানি। হামিদ এসে দাঁড়াল।

হামিদঃ পিঁপড়া ধরেছে?

মওলঃ (হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালেন।)

হামিদঃ চেয়ারের পায়ায় পানির সরা দেওয়া, এর মধ্যে পিঁপড়া কেমনে আসব?

মওলঃ একটি সরা ভাঙছে। পানি নিচে চলে গেছে। পিপীলিকা এসেছে সেই দিকে। পরীক্ষা করে দেখো। কোন কিছু না দেখে ফাজিলের মত কথা বলবে না।

[হামিদ উবু হয়ে বসল। দেখল ভাঙা সরা দিয়ে পিঁপড়ার সারি উঠছে। Computer graphics-এর কাজ।]

হামিদঃ আপনারে কি ধরেছে?

মণ্ডলঃ এখনো তো বুঝি নাই, কামড় খাই নাই।

[হামিদ হাতে লাইটার জালিয়ে লাইটার দিয়ে পিঁপড়া মারছে। মণ্ডলের সামনে চা। তিনি দামি বেনসন সিগারেট চায়ে ডুবিয়ে সিগারেট ফেলে দিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন।]

মণ্ডলঃ হামিদ!

হামিদঃ জি চাচাজি।

মণ্ডলঃ চাচাজি ফাচাজি বলবা না। তুমি আমার ভাইস্তা না। তো্মারে অধিক বেতন দিয়া পালতেছি। আমারে স্যার ডাকবা।

হামিদঃ জি স্যার।

মণ্ডলঃ লোক মারফত খবর পেয়েছি, নন্দিপুর স্কুলের B.Sc টিচার আমারে পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কিসব বাইর করেছে। তারে নিয়া আসো।

হামিদঃ জি আচ্ছা।

[হঠাৎ মণ্ডল বিকট ভাবে গা চুলকাতে থাকবে। জামা খুলে ফেলবে। দেখা যাবে গাঁয়ে পিঁপড়া। মণ্ডল এবং হামিদ মিলে পিঁপড়া মারবে] ।

হামিদঃ স্যার, আপনে পালঙ্কে বসেন। পালঙ্কের পানির সরা ঠিক আছে। [মণ্ডল খাটে বসল। হামিদ পানি ঢালছে।]

মণ্ডলঃ আমি ঠিক করেছি- আমার দুই বউরে পাছায় লাথি দিয়া বাপের বাড়ি পাঠায়ে দিব। এবার দায়িত্ব চেয়ার আর খাটের নিচে কিছু পানি দিয়া পিঁপড়ার হাত থেকে আমারে রক্ষা করা। তারা কিছুই করে না। VCR-এ খালি পিকচার দেখে। বদ মেয়েছেলে!

হামিদঃ পাছায় লাথি কি আপনি দিবেন?

মণ্ডলঃ আমিই তো দিব। আমার বউ আর কে লাথি দিবে-তুমি? বদের হাড্ডি। তোমারেও লাথি দিয়া বিদায় করার সময় হয়েছে। আমার সামনে থাইকা বিদায় হও। বদের বাচ্চা!

[হামিদ চলে গেল]

০৩

দিন

মণ্ডলের দুই স্ত্রী। আগ্রহ নিয়ে ভিসিআর-এ হিন্দি ছবি দেখছে। ছবিতে গানের দৃশ্য হচ্ছে। দুই স্ত্রীই ঠোঁট মিলিয়ে গান করছে। মণ্ডলের কথা শুনা যাবে।

মণ্ডলঃ ছোট বউ! ছোট বউ! বড় বউ!

[এরা ভিসিয়ার বন্ধ করে দিল। পুশ-এ দেওয়া। দু'জনই আতঙ্কিত]

বড় বউঃ তোমারে ডাকে তুমি যাও।

ছোট বউঃ আমারে একা ডাকে নাই, আপনারেও ডাকছে।

বড় বউঃ তো্মারে ডাকছে দুই বার। আমারে একবার।

মণ্ডলঃ বড় বউ! বড় বউ!

[বড় বউ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।]

৪.

মণ্ডলের সামনে দুই বউ। ভয়ে জড়সড়

মণ্ডলঃ কি করতে ছিলা?

ছোট বউঃ জায়নামাযে বসে ছিলাম।

মণ্ডলঃ অসময়ে জায়নামাযে বসে ছিলা কেন?

বড় বউঃ আপনারে পিঁপড়ার হাত থাইকা রক্ষা করণের জন্যে আমরা দুইজনে একটা খতম পড়তেছি।

মণ্ডলঃ কি খতম?

ছোট বউঃ খতমে ইউনুস।

মণ্ডলঃ আচ্ছা ঠিক আছে যাও। খতম শেষ কর। আমার জন্যে এক কাপ চা পাঠাও।

[দুই বউ মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে গেল। দেখে মনে হচ্ছে এখুনি জায়নামাযে বসবে।]

০৫

দিন

দুই বউ তাদের ঘরে ফিরেছে। ঘোমটা নামিয়ে দিল।

বড় বউঃ তো্মার বুদ্ধি ভাল। মাশাল্লাহ।

[ভিসিআর চালানো হলো। গানের সঙ্গে দুই বউই গলা মিলাচ্ছে। কাজের মেয়ে হানিফা উঁকি দিল।]

ছোট বউঃ তুই কি চাস ?

হানিফাঃ কিছু চাই না। আফনাদের রঙ দেখি।

বড় বউঃ উনারে চা দিছস? যা চা দিয়া আয়।

০৬

দিন

মণ্ডলের জন্য নতুন কাজের মেয়ে হালিমা চা নিয়ে এসেছে।

মণ্ডলঃ তোমারে তো আগে দেখি নাই। নতুন আসছ?

হালিমাঃ জে।

মণ্ডলঃ আমার স্বভাব চরিত্র যে খারাপ, এইটা শুনেছ?

হালিমাঃ জে।

মণ্ডলঃ এইটা ভাল হয়েছে। আগেই সব জানা রইল।

[মানিব্যাগ খুলে হাজার টাকার নোট বের করল।]

মণ্ডলঃ এই নোট আগে দেখেছ?

হালিমাঃ জে।

মণ্ডলঃ নোটের নাম কি?

হালিমাঃ হাজারি নোট।

মণ্ডলঃ ধর রাখো। তোমারে দিলাম। বখসিশ। নেও। [হালিমা বখশিশ নিল]

মণ্ডলঃ আমি যে রাইতে নৌকায় ঘুমাই এইটা জানো?

হালিমাঃ জে।

মণ্ডলঃ পিঁপড়ায় যেন না ধরে, এই জন্যে মাঝ পুস্কুনিতে নৌকায় থাকি। রাতে নাও-এ চইলা আসবা। আমার সেবাযত্ন করবা, বখশিশ পাবা। ধরো আরেকটা নোট রাখো। টাকা আমার কাছে তেজপাতা।

আমার দুই বউ কি করতেছে একটু খোঁজ নিয়া আসো।

হালিমাঃ ছবি দেখতেছেন। শাকিব খানের ছবি। ছবির নাম কিং খান। ছবির হিস্টোরি বলব?

মণ্ডলঃ ছবির হিস্টোরি বলার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা এখন যাও। রাতে দেখা হবে।

[হালিমা চলে গেল। মণ্ডল বিড়ি ধরিয়ে চায়ে ডুবিয়ে চা খাচ্ছে।]

০৭.

দিন

পালঙ্কের পায়ার দৃশ্য। পানিতে একটা শুকনা পাতা ভাসছে। পাতাভর্তি পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলি পায়া বেয়ে উঠার চেষ্টা করছে।

০৮.

নন্দিপুর স্কুলের B.sc টিচার এবং হামিদ। B.sc টিচারের গবেষণাগার। কিছু টেস্ট টিউব, থার্মোমিটার, নল এসব দেখা যাচ্ছে।

B.sc স্যারঃ সবকিছুর উত্তর কোথায় আছে জানেন?

হামিদঃ জি না।

B.sc স্যারঃ বিজ্ঞানে। যে বিজ্ঞান জানে তার কাছে আছে সব সমস্যার সমাধান। [দেয়ালের দিকে তাকালেন, সেখানে আইনস্টাইনের ছবি। দূর থেকে প্রণাম করলেন।]

B.sc স্যারঃ (ছবি দেখিয়ে) উনাকে চিনেন?

হামিদঃ জে না।

B.sc স্যারঃ আফসোস! আফসোস! বিরাট আফসোস! বাদ দেন। মূল কথায় আসি, আমি গবেষণার মাধ্যমে মণ্ডল সাহেবের পিপীলিকা সমস্যার সমাধান করেছি।

হামিদঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

B.sc স্যারঃ উনার গা থেকে মিষ্টি গন্ধ বের হয়, এতে পিপীলিকা আকৃষ্ট হয়। আমি একটা তিক্ত গন্ধের দ্রবণ তৈরি করেছি। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি- এই গন্ধ পিপীলিকা সহ্য করতে পারে না। দৌড়ে পালায়। [হাতে নিল রঙের বোতল নিলেন। একটা পিঁপড়া ভর্তি শিশি নিয়ে এক ফোঁটা দ্রবণ শিশিতে ফেললেন।]

B.sc স্যারঃ দেখলেন পিঁপড়াদের অবস্থা? কি রকম হুড়াহুড়ি পড়েছে। এই দ্রবণ মণ্ডল সাহেবের গাঁয়ে মাখতে হবে। হামিদ হাতে নিল রঙের বোতল নিয়ে ফিরছে। পথে বোতলের মুখ খুলে শুঁকল। বিকট গন্ধে অস্থির হয়ে বোতল হাতে বমি করতে বসেছে।

হামিদঃ এই জিনিস শইলো মাখবে কেমনে? ওয়াক থু!

লোকঃ ঘটনা কি?

হামিদঃ গন্ধ শুকে দেখেন ঘটনা কি? [লোক গন্ধ শুকে হামিদের চেয়ে বিকট শব্দে বমি করছে।]

০৯

দিন

মণ্ডল সাহেব ঘুমাচ্ছিলেন। হাঠাৎ ঘুম ভাঙল পিঁপড়ার কামড়ে। তিনি অস্থির হয়েছেন। পাগলের মত গা চুলকাচ্ছেন। দুই বউ এসে দাঁড়াল। তারা হতভম্ব। পালঙ্কের পায়ার দিকে ছোট বউ বড় জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পায়া বেয়ে পিঁপড়া উঠছে।

মণ্ডলঃ হারামজাদিরা, দেখস কি? পিঁপড়া দূর কর। [দুই বউ গামছা নিয়ে যাপিয়ে পড়ল।]

১০.

দিন

মণ্ডল জলচৌকির উপর বসা। জলচৌকির পায়াতে মাটির সরাই। হামিদ নাকে রুমাল চেপে বোতল খুলছে। মণ্ডলও গামছা দিয়ে নাক চেপে ধরে আছেন।

মণ্ডলঃ বিকট গন্ধ। জিনিস টা কি?

হামিদঃ B.sc স্যাররে জিজ্ঞাস করেছিলাম। উনি বলেছেন, বাদুড়ের গুয়ের সাথে এনিলিন মিশায়ে এই মিকচার তৈরি করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন পিঁপড়া বিনাশ।

মণ্ডলঃ এনিলিন জিনিসটা কি?

হামিদঃ চাচাজি, জানি না।

মণ্ডলঃ তোমারে চাচাজি ডাকতে নিষেদ করেছি। আমি তোমার চাচা না।

হামিদঃ বিস্মরণ হয়েছিল। আর হবে না।

মণ্ডলঃ হাত পা তো নিল হয়ে যাইতেছে। রঙ উঠবে তো?

হামিদঃ জানি না স্যার।

মণ্ডলঃ ঔষধে কাজ করলে তো ভালই।

হামিদঃ নিচে নাইম্যা বসেন দেখি পিপীলিকা আসে কিনা।

[মণ্ডল জলচৌকি থেকে নিচে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পিপীলিকা সারি সারি তার দিকে আসতে শুরু করল। মণ্ডল সাহেব পাগলের মত পিঁপড়ার উপর লাফাচ্ছেন।]

মণ্ডলঃ B.sc মাষ্টারের গালে কেউ যদি একটা থাপ্পর দিতে পারে তারে আমি নগদ হাজার টাকা দিব।

হামিদঃ উনি শিক্ষক মানুশ।উনার গালে থাপ্পর দেওয়া ঠিক না।

মণ্ডলঃ তারে সন্ধ্যার পড়ে আসতে বোলো। দেখো কি করি। বদমাইশ! সইল্যে গু মাইখা ঘুরতেছি। রঙ উঠবে কিনা কে জানে। মনে তো হয় না উঠবে।

১১

দুই বউ গায়ে সাবান ডলে রঙ উঠানোর চেষ্টা করছে। রঙ উঠছে না।

ছোট বউঃ নিল রঙে আপনারে মানাইছে।

মণ্ডলঃ নিল রঙে আমারে মানাইছে? দে তোরা মুখে রঙ দে। এক্ষণ দে।[দুই বউ মুখ বিকৃত করে মুখে নিল রঙ মাখল]

ছোট বউঃ গুয়ের মত পচা গন্ধ। গু নাকি?

হামিদঃ মানুষের গু না। বাদুড়ের গু এর মিকচার আছে।

বড় বউঃ পিঁপড়ায় ধরে একজনরে আর আমরা দুইজন খামাখা মুখে গু মাইখা বইসা আছি।

মণ্ডলঃ কিছু বললা?

বড় বউঃ না, কিছু বলি নাই। কি আর বলব।

মণ্ডলঃ হামিদ।

হামিদঃ জি স্যার।

মণ্ডলঃ অঞ্চলে একটা নোটিশ দেও।

হামিদঃ কি নোটিশ দিব?

মণ্ডলঃ যে আমারে পিপীলিকার হাত থাইকা বাঁচাবে তারে আমি পাঁচ বিঘা ধানি জমি দিব আর নগদ এক লাখ টাকা দিব।

১২

রাত

নৌকায় মশারি টাঙানো। মশারির সামনে সুন্দর বসার ব্যবস্থা। মণ্ডল আছেন B.sc টিচার আছেন। হামিদ আছে।

মণ্ডলঃ ঔষধে কি রঙ দিস? রঙ তো উঠে না।

B.Sc : এনিলিন দিয়েছি। বেনজিন রিঙের সঙ্গে NH2 group.

মণ্ডলঃ শুনলাম বাদুড়ের গু দিয়েছ?

B.Sc : মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট বাদুড়ের গু। হামিদ সাহেবের কাছে শুনেছি- ঔষধ কাজ করতেছে না।

মণ্ডলঃ ঠিক শুনেছ।

B.Sc : অন্য একটা চিন্তা মাথায় এসেছে। আপনার ত টাকার অভাব নাই, আপনার পক্ষে সম্ভব।

মণ্ডলঃ বলো কি চিন্তা।

B.Sc : একটা জন্তু আছে। জন্তুর নাম পিপীলিকা ভুক, ইংরেজিতে বলে অ্যান্ট ইটার। এই জন্তু পিঁপড়া ছাড়া কিছু খায় না। এই জন্তু যদি আপনার পায়ের সাথে বান্ধা থাকে তাহলে পিঁপড়া আপনার গায়ে উঠামাত্র কপকপ করে খেয়ে ফেলবে।

মণ্ডলঃ জন্তু পায়ের সঙ্গে বান্ধা থাকবে?

B.Sc : জি।

মণ্ডলঃ সাতার জানো?

B.Sc : জানি।

মণ্ডলঃ সাঁতরাইয়া বাড়ি চলে যাও।

[বলেই লাথি দিয়ে পানিতে ফেলে দিলেন]

১৩

রাত

কাজের মেয়ে সাজগোজ করছে। দুই বউ, তাদের মুখে নিল, এসে দেখল।

ছোট বউঃ সাজস কি জন্য? ঘটনা কি?

কাজের মেয়েঃ সব ঘটনা সবাইরে বলা যায় না।

বড় বউঃ নৌকায় ডাক পড়ছে?

কাজের মেয়েঃ ডাক পড়তেও পারে।

ছোট বউঃ তরেও কিন্তু পিঁপড়ায় ধরব। জাইস না।

কাজের মেয়েঃ আমার শইল মিডা না। আমারে পিঁপড়ায় ধরব না।

১৪

রাত

নৌকায় কাজের মেয়ে ও মণ্ডল ।

মণ্ডলঃ রঙ চং মাইখা ভূতনি সাজছস।

কাজের মেয়েঃ সাজ তুইলা ফেলব?

মণ্ডলঃ থাউক। সঙ্গীত জানস?

কাজের মেয়েঃ জে না।

মণ্ডলঃ একজনরে চিনতাম, সে সঙ্গীত জানত। চিপায়-চাপায় গান গাইত। মধুর গলা ছিল।

[কল্পনায় দেখছে- বাচ্চা একটি মেয়ে বনে হেঁটে হেঁটে গান করছে- " জলে ভাসা পদ্ম আমি শুধুই পেলাম ছলনা"। গানের মাঝখানে মণ্ডল ঢুকে মেয়েটির মুখ চেপে ধরে অন্ধকারে নিয়ে যাবে। মেয়ে ধস্তাধস্তি করছে। একবার মাকে ডাকল।]

১৫

রাত

মণ্ডল বাস্তবে ফিরে এসেছে।

কাজের মেয়েঃ উনার নাম কি?

মণ্ডলঃ কার নাম কি?

কাজের মেয়েঃ সঙ্গীত জানে জে মেয়ে তার নাম।

মণ্ডলঃ তুই তার নাম দিয়া কি করবি? বদ মেয়ে ছেলে যা ভাগ।

কাজের মেয়েঃ মাঝ পুসকুনিতে নৌকা বাঁধা, আমি যামু কেমনে?

মণ্ডলঃ সাঁতরাইয়া যাবি।

কাজের মেয়েঃ আমি সাটার জানি না।

মণ্ডলঃ হামিদ! হামিদ!

হামিদঃ জি স্যার।

মণ্ডলঃ এই বান্দিরে বাড়িত দিয়া আসার ব্যবস্তা কর। বদ মেয়েছেলে।

১৬

রাত

ডিঙ্গি নৌকায় হামিদ কাজের মেয়েকে পার করছে।

হামিদঃ এত রাতে বাড়ি গিয়া করবা কি? আমার সাথে থাইকা যাও, গফসফ করি। আমি আবার ভাল কিচ্চা জানি। শুনবা? তুলারাশি কন্যার কিচ্চা শুনেছ ?

কাজের মেয়েঃ আপনার কিচ্ছার মধ্যে কি ইন্টারেস্ট আছে?

হামিদঃ বিরাট ইন্টারেস্ট।

কাজের মেয়েঃ তাইলে এই কিচ্ছা আপনার শাশুরিরে শুনান। আমার একটা ইজ্জত আছে।

হামিদঃ পচা আদা ঝাল বেশি। তুই তো পচা আদা।

১৭

রাত

নৌকার ভেতর ঘুমের মধ্যে মণ্ডলকে পিঁপড়ায় ধরেছে। সে ঘুমের মধ্যেই শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে পিঁপড়া এনে এনে ফেলছে। ঘুম ভাঙছে না।

১৮.

দিন

কাঁঠাল গাছের উপর সাইনবোর্ড-বিশেষ ঘোষণা। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনগণের চোখের মনি মণ্ডল সাহেবকে যে পিপীলিকা হইতে মুক্ত করিবে, তাহাকে নগদ ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং পাঁচ বিঘা ধানি জমি দেওয়া হবে।

কিছু লোক সাইনবোর্ড পরছে

লোক-১: নিমপাতার রস শইল্যে মাখলে কি কোন উপকার হবে?

লোক-২: চিকিৎসা দিয়া দেখেন। উপকার হইলে নগদ টেকা। ধানি জমি।

১৯

দিন

গ্রাম্য চায়ের দোকানেও সাইনবোর্ড

লোক-৩: মণ্ডল সাহেব শরীর হয়ে গেছে মিডা। সমস্যা এইটাই।

লোকঃ মানুষ তিতা, শরীর মিডা। অচানক ঘটনা।

২০

দিন

একটি টেম্পো চলে গেল। টেম্পোর গায়েও সাইন বোর্ড।

২১

দিন

মণ্ডলের বাড়ির সামনে তিনজন গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে আছে। সঙ্গে হামিদ। হামিদ তাদের চা খাওয়াচ্ছে। ঢুকলেন মণ্ডল।

মণ্ডলঃ এরা কারা ?

হামিদঃ এরা আপনের চিকিৎসা করবেন। ইনি করবেন হোমিওপ্যাথি। সাত ডোজ ঔষধ আর্নিকা আর থুজা ২০০ দিয়ে বানায়ে খাওয়ায়ে দিবেন। শরীর দিয়ে ভাপ বের হবে, পিঁপড়া কাছে ভিড়বে না।

মণ্ডলঃ সুসংবাদ। এরে নিয়া তালাবন্ধ করে রাখো। আমাকে সুস্থ করে টাকা-পয়সা জমি নিয়া বিদায় হবে। সুস্থ করতে না পারলে হাড্ডি ঘুড্ডি ভাঙব।

চিকিৎসকঃ জোর জবরদস্তি কইরা তো চিকিৎসা হয় না।

মণ্ডলঃ আমার ক্ষেত্রে হয়। আড়ালে আমারে আপনারা কি ডাকেন? পিশাচ মণ্ডল ডাকেন না?

[চিকিৎসক উঠে চলে যাচ্ছেন। তার পিছনে বাকি দুজন।]

মণ্ডলঃ (হামিদকে) ঢাকায় চলো। দেখি ঢাকায় চিকিৎসক কিছু করতে পারে কিনা। পারবে বলে মনে হয় না। আমার মৃত্যু হবে পিঁপড়ার হাতে।

২২

দিন

ঢাকা শহর। বড় চিকিৎসক। সামনে হামিদ এবং মণ্ডল।

চিকিৎসকঃ (হামিদকে) আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। আমি রোগীর সঙ্গে কথা বলব, টেন্ডলের সঙ্গে না।

[হামিদ চলে গেল]

চিকিৎসকঃ আপনার অবিশ্বাস্য গল্প আমি বিশ্বাস করলাম। আপনার দিকে পিঁপড়া এগুচ্ছে তাও দেখতে পাচ্ছি।

[চায়ের টেবিল থেকে ঝাড়ন দিয়ে পিঁপড়া সরাল।]

মণ্ডলঃ পিঁপড়া বাসা বানছে ফুসফুসে। সেখানে ডিম পেরেছে। যদি কাশি দেই কাশির সাথে পিঁপড়া আসে, রক্ত আসে।

[মণ্ডল কাশতে শুরু করেছে। ডাক্তার ন্যাপকিন এগিয়ে দিলেন। নাপকিনে ডিম মুখে পিঁপড়া, কিছু রক্ত।]

ডাক্তারঃ Oh God! বিষয়টা শুরু হল কিভাবে?

মণ্ডলঃ শুনতে চান?

ডাক্তারঃ চাই

মণ্ডলঃ আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক। টাকা-পয়সা বেশী থাকলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে না। আপনারা যারে বলেন চরিত্র দোষ, তা-ই আমার হইল। সুন্দরি মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসিবান্দি ছিল। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের মেয়ে বউরা কেউ আমার হাত থাইকা রক্ষা পাই নাই।

ডাক্তারঃ পিঁপড়ার বিষয়টা বলুন। আপনার মহান চরিত্রের কথা শুনতে চাচ্ছি না।

মণ্ডলঃ বলতেছি, ধৈর্য ধরেন। বছর পাঁচেক আগে আমার এক দূরসম্পর্কের বোনের মেয়ের উপর নজর পড়ল। মেয়ে সঙ্গীত করে। [কল্পনায় দেখল মেয়েটা গান করছে, মাটির পতুল বানাতে বানাতে।] মেয়ের মা'র জন্য ঘটনা ঘটাইতে পারি না। সেই বজ্জাত মা মেয়েরে পাখির মত আগলায়ে রাখে। লাভ হয় নাই। ঘটনা ঘটায়ে ফেললাম। হা হা হা।

ডাক্তারঃ এইসব কি বলছেন! হাসছেন কেন?

মণ্ডলঃ মেয়ের মা ঠগ খাইল তাই ভাইবা হাসতেছি। হা হা হা।

ডাক্তারঃ আপানার গল্পে পিঁপড়া কোথায়?

মণ্ডলঃ আসতেছে, পিঁপড়া আসতেছে। বজ্জাত মা কি করল শুনেন। নিজের হাতে মেয়েটারে ইঁদুর মারা বিষ খাওয়াইয়া মারল। নিজে এক বেল গাছে ফাঁস নিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা আর কিছু না। দুইটা মৃত্যু সহজ কথা না। পুলিশ ভাববে, আমি খুন করেছি।

ডাক্তারঃ আপনি কি খুন করেছেন।

মণ্ডলঃ বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং বাড়াতে হলে খুন খারাপি করতে হয়। তবে আমি নিজের হাতে কিছু করি নাই।

ডাক্তারঃ এতক্ষণ ধরে কথা বলছেন, পিঁপড়া কোথায়?

মণ্ডলঃ ধৈর্য ধরেন, পিঁপড়া আসতেছে। ঘরে দুই লাশ ফালায়া আমি চলে গেলাম থানায়। টাকা-পয়সা খাওয়ায়ে ওসি সাহেবকে নিয়ে আসব। থানা বাড়ি থেকে দুই দিনের পথ। আমি বলে গেলাম, লাশ যে রকম আছে সেরকম থাকবে ওসি সাহেব এসে যা করার করবেন।

ডাক্তারঃ আপনি দুনিয়ার গল্প করে যাচ্ছেন। আমি পিঁপড়া বিষয়টা শুনতে চাচ্ছি। কবে থেকে আপনাকে পিঁপড়া ধরতে লাগল?

মণ্ডলঃ ওসি সাহেবরে নিয়া চার দিন পরে ফিরলাম। দেখি বেলগাছে বজ্জাত মাগীর সাড়া গা পিঁপড়ায় ঢাকা। ছোট মেয়েটারও একই অবস্থা। পিঁপড়ায় লাশ খেয়ে ফেলেছে। দেখে মনে হল লাল চাদর। আমারে দেখে পিঁপড়ারা আমার দিকে আশা ধরল। এই হল শুরু।

[কল্পনায় দৃশ্য দেখবে। সেখানে থাকে পিঁপড়ায় ধরামাত্র সে লাফাতে শুরু করবে। বাস্তবে ফিরে এলেও লাফাতে শুরু করবে। কারণ তাঁকে পিঁপড়ায় ধরেছে।]

ডাক্তারঃ Oh God! Oh God!

২৩

দিন

মণ্ডল ও হামিদ টেম্পুতে করে তার বাড়ির সামনে নেমেছে। মণ্ডলের পায়ে গামবুট। হাতে হাত মুজা।

মন্দলঃ তুমি বাড়ি যাও। আমি আসছি খবর দাও। আমি একটা কাজ সেরে আসতেছি।

হামিদঃ কি কাজ?

মণ্ডলঃ কি কাজ তুমারে বলার কিছু নাই। তুমি আমার মুনিব না। তুমি আমার নফর।

[মণ্ডল হাঁটা ধরল। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল।]

২৪

দিন

মণ্ডল হাত পা থেকে গাম বুট এবং হাত মুজা খুলে ফেলল। গায়ের জামা খুলল।

মণ্ডলঃ আয় পিঁপড়া আয়। আমারে খায়া ফেল। যন্ত্রণা শেষ কর।

[মণ্ডল শুয়ে পড়ল। তার দিকে বিভিন্ন দিক থেকে পিঁপড়ারা এগুচ্ছে। কিছু পিঁপড়া নাক দিয়ে ঢুকছে। Computer Graphics at the best]

FOR MORE BANGLA EBOOKS

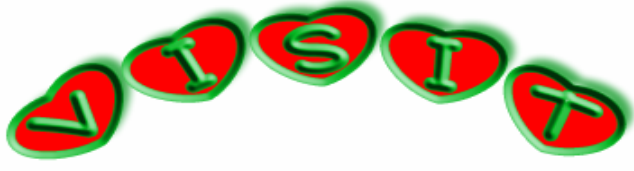

www.BanglaEbookDownload.com